যীশুর জন্মে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব

(Sovereignty of God in Jesus' Birth)

লূক ২ অধ্যায় ১-৭ পদ

আজ আমরা লূকের লেখা সুসমাচার থেকে যীশুর জন্মের বিবরণ দেখতে চলেছি। ২৫শে ডিসেম্বরকে আমরা যীশুর জন্মদিন হিসাবে পালন করে থাকি। কিন্তু সত্য হল কেউই জানে না কখন যীশু জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাইবেল বলে যে, যীশু যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখন মেষপালকরা মাঠে তাদের মেষ পাহাড়া দিচ্ছিল, এর থেকে যে ইঙ্গিত আমরা পেয়ে থাকি, তা হল, সময়টা অবশ্যই ডিসেম্বর ছিল না। যাইহোক, মণ্ডলীর ইতিহাসে আমাদের পূর্বের বিশ্বাসীরা ২৫শে ডিসেম্বরকে এলোমেলোভাবে বেছে নেয় ও যীশুর জন্মদিন হিসাবে পালন করতে শুরু করে। তখন থেকেই এই দিনকে খ্রীস্টবিশ্বাসীরা খ্রীস্টমাস তথা বড়োদিন হিসাবে পালন করে আসছে।

আজ আমরা যখন বাইবেল থেকে যীশুর জন্মের বিবরণ দেখতে চলেছি, তখন সামগ্রিক অর্থে বাইবেল কী ধরণের পুস্তক, তা বলে শুরু করতে চাই। সমগ্র বাইবেলে আমরা দুটি বিষয়কে দেখতে পাই: প্রতিজ্ঞা এবং পূর্ণতা। পুরাতন নিয়মের বেশিরভাগ অংশকে প্রতিজ্ঞার বিভাগে ফেলা সম্ভব, এবং তারপর নতুন নিয়ম হল যীশুর ব্যক্তিত্ব ও কাজে সেই সমস্ত প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা। আর তাই যীশুর জন্ম হল পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা, যাদেরকে ভাববাণীও বলা হয়ে থাকে। এই সমস্ত ভাববাণীর মধ্যে কতকগুলি যীশুর জন্মের কয়েক শত বৎসর পূর্বে, আবার অন্যগুলি কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে ঈশ্বর জানিয়েছিলেন। ঈশ্বর, যিনি ভবিষ্যৎ জানেন এবং তার সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, তিনি বিস্তৃতভাবে মানুষের ইতিহাসের জন্য তাঁর পরিকল্পনা এবং সেই ইতিহাসে যীশুর আগমণের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন। এ বিষয়ে যদিও অনেক ভাববাণীকে নির্দেশ করা যায়, আমরা কেবল দুটি ভাববাণীকে দেখব, যেগুলি লূক ২ অধ্যায়ের সঙ্গে সম্পর্কীত। এদের প্রথমটিকে আমরা যিশাইয় ৭:১৪ পদে পাই, যা যীশুর জন্মের প্রায় ৭০০ বৎসর পূর্বে ভাববাদি যিশাইয়ের দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়েছিল। এই পদে ঈশ্বর বলেছেন, ***"অতএব প্রভু নিজে তোমাদের এক চিহ্ন দেবেন; দেখ, এক কুমারী গর্ভবতী হয়ে পুত্র প্রসব করবে, ও তাঁর নাম 'ইম্মানূয়েল' রাখিবে।"*** এখানে ঈশ্বর আমাদের বলেছেন যে, মানুষের পাপের সমস্যার সমাধান হল 'ইম্মানূয়েল'। এ হল একটি নাম বা উপাধি যার অর্থ "আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর।" অর্থাৎ, স্বয়ং ঈশ্বর মানুষের ইতিহাসে প্রবেশ করতে চলেছেন, তিনি এই পৃথিবীতে তাঁর সন্তানদের কাছে আসতে চলেছেন। এখন, আমরা কীভাবে জানতে পারব, কে এই ইম্মানূয়েল? উত্তর: একজন কুমারী মায়ের খোঁজ করতে হবে: ***"এক কুমারী গর্ভবতী হয়ে পুত্র প্রসব করবে।"***

দ্বিতীয় ভাববাণীটি হল মীখা ৫:২ পদ, যা যীশুর জন্মের প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্বে লেখা হয়েছিল: ***"আর তুমি, হে বৈৎলেহেম-ইফ্রাথা, তুমি যিহুদার সহস্রগণের মধ্যে ক্ষুদ্রা বলে অগণিতা, তোমার থেকে ইস্রায়েলের মধ্যে কর্তা হবার জন্য আমার উদ্দেশে এক ব্যক্তি উৎপন্ন হবেন; প্রাক্কাল থেকে, অনাদিকাল থেকে তাঁর উৎপত্তি।"*** এদের ন্যায় আরও অনেক ভাববাণী আছে, যাদের ভিত্তি করে ঈশ্বরের সন্তানরা যে আকাঙ্ক্ষা করত, তা হল, একজন মুক্তিদাতা আসতে চলেছেন, যিনি তাঁর সন্তানদের উদ্ধার করবেন, তাদের মধ্যে ঈশ্বর হবেন, পুত্র হিসাবে তিনি এক কুমারীর গর্ভে বৈৎলেহের মতো সামান্য ক্ষুদ্র নগরে জন্ম গ্রহণ করবেন। ঈশ্বরের প্রজারা যখন এই প্রতিজ্ঞার পূর্ণতার অপেক্ষায় ছিল, তখন তার পূর্ণতা আমরা লূক ২:১-৭ পদে দেখতে পাই।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

যীশুর জন্মের বিবরণ দিতে গিয়ে লূক ২:১-৭ পদে লূক আমাদেরকে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। যে ব্যক্তির সঙ্গে লূক সবার আগে আমাদের পরিচয় করিয়েছে, সে হল, আগস্ত কৈসর বা আগাষ্টাস্ সীজার *(Agustus Caeser)*। আমাদের

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

স্কুলের ইতিহাস পুস্তকে আমরা তাঁর কথা পাই, তিনি প্রকৃত ঐতিহাসিক চরিত্র। লূকের কথানুসারে, আগাষ্টাস্ সীজার যখন রোমের সম্রাট, তখন যীশুর জন্ম হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে যত সাম্রাজ্য এসেছে ও গেছে, তাদের মধ্যে রোমান সাম্রাজ্য হল অন্যতম বিশিষ্ট, দীর্ঘস্থায়ী, ও সুদূর-প্রসারী সাম্রাজ্য। বিভিন্ন জাতি ও ভাষার মানুষের উপর এই সাম্রাজ্য তার আধিপত্য বিস্তার করেছিল। আগাষ্টাস্ ছিল জুলিয়াস্ সীজারের দত্তক পুত্র। আসলে জুলিয়াস্ সীজার ছিল তাঁর ঠাকুরদার ভাই। যাইহোক, নিজের উত্তরীধিকারী হবার জন্যই জুলিয়াস্ সীজার তাঁকে দত্তক পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। সিংহাসন অধিকার করতে আগাষ্টাস্ অনেক হত্যালীলা চালিয়েছিলেন, কিন্তু সম্রাট হবার পর তিনি যথেষ্ট দয়া প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁর সময়কার অন্যন্য সম্রাটদের তুলনায় তিনি যথেষ্ট দয়াবান ছিলেন। এখন, সেই সময় সম্রাট-পূজার প্রচলন ছিল, সম্রাটকে উপাস্য-দেবতা জ্ঞান করা হত। যাইহোক, আগাষ্টাস্ কিন্তু নিজেকে উপাস্য দেবতা হিসাবে উপস্থাপিত করার পরিবর্তে, নিজেকে ''সর্বোচ্চ পুরহিত'' হিসাবে ঘোষণা করেন এবং তখন মৃত জুলিয়াস্ সীজারের আরাধনাকে উৎসাহিত করেন।

লূক ২:২ পদে লূক আমাদের কাছে আরও একজন ব্যক্তিকে পরিচিত করেছে, যাঁর নাম কুরীণিয় *(Quirinius)*। রোমীয় সম্রাট আগাষ্টাস্ সীজারের অধীনে তিনি সেই সময় সুরিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন। আজকের দিনের সঙ্গে তখনকার দিনের শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকলেও, বলা যেতে পারে, জুলিয়াস্ সীজারকে যদি প্রধানমন্ত্রী ধরা যায়, কুরীণিয় ছিল তার ক্যাবিনেটের মন্ত্রী। আর তাই, জুলিয়াস্ সীজার যে সমস্ত নীতি বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন, কুরীণিয় তা বাস্তবায়িত করতে বাধ্য থাকত। আর সেই সময় যে সিদ্ধান্তটি গৃহিত হয়েছিল, যার বিষয় লূক এখানে লিপিবদ্ধ করেছে, তা হল, জনগণনা করা হবে। এখন সেই সময় কেন জনগণনা করা হত, তার উত্তর হল, সম্রাটের অর্থবল ও লোকবলের হিসাব নেওয়া। কারণ জনগণনার মাধ্যমে সম্রাটের অধীনে কত লোক বসবাস করছে, তা জানা সম্ভব ছিল; এবং তাদের প্রত্যেকের উপর কর চাপিয়ে সম্রাটের অর্থভাণ্ডার পূর্ণ করা সম্ভব ছিল। একইসঙ্গে, জনগণনার মাধ্যমে সম্রাটের রাজত্বে কতজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের বসবাস জানার দ্বারা, যুদ্ধের সময় কত সৈন্য যুদ্ধ করতে পারবে, তা-ও জানা সম্ভব ছিল। অর্থাৎ, এই জনগণনার পেছনে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই জড়িত ছিল। এইভাবে জগতের ইতিহাসের পাতায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটি চরিত্রকে তুলে ধরার পর লূক আমাদের সঙ্গে দুইজন সাধারণ মানুষের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।

সেই দুইজন ব্যক্তি হল যোষেফ ও মরিয়ম। আগাষ্টাস্ সীজার ও কুরীণিয়ের সঙ্গে যদি তাদের তুলনা করা যায়, তাহলে তারা হল সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর লোক। তারা গ্রামবাসী, শরহবাসী নয়; তারা ক্ষমতাহীন, ক্ষমতার অধিকারী নয়; তারা ঈশ্বরের আরাধনাকারী, নিজেরা আরাধনা পাবার ব্যক্তি নয়। ধরা যেতে পারে, তাদের দু'জনের বয়স কুড়ির মধ্যে, কারণ সেই সময় তাদের দেশে ১২ বৎসর বয়সী কুমারীও বাগদত্তা হতে পারত। তারা নাসরতের ন্যায় একটি অনামী গ্রামে বসবাস করে। যোষেফ হল একজন ছুতোরমিস্ত্রী, যে করাত, রেঁদা, হাতুরি হাতে নিয়ে সততার সঙ্গে জীবন যাপন করে। মরিয়ম নামে তাদেরই গ্রামের এক কুমারীর সঙ্গে তার বিয়ের কথা হয়েছে, সে তার প্রতি বাগদত্তা। কিন্তু এই সময় স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর দূত গাব্রিয়েলকে মরিয়মের কাছে পাঠিয়েছেন এবং তার মাধ্যমে তিনি মরিয়মকে এই কথা বলেছেন যে, ***''তুমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ পেয়েছ। তুমি গর্ভবতী হয়ে পুত্র প্রসব করবে, ও তাঁর নাম 'যীশু' রাখবে''*** (লূক ১:৩০-৩১)। অর্থাৎ, যিশাইয় ৭:১৪ পদের ভাববাণী মরিয়মের মাধ্যমে পূর্ণ হতে চলেছে। দূত মরিয়মকে আরও বলল, ***''পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসবেন, এবং পরাৎপরের শক্তি তোমার উপরে ছায়া করবে; এই কারণ যে পবিত্র সন্তান জন্মিবেন, তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বসা যাবে''*** (লূক ১:৩৫)। দূতের কথানুসারে ঈশ্বরের বাক্য পূর্ণ হয়েছে, যোষেফের প্রতি বাগদত্তা মরিয়ম, তাদের বিবাহ ও সহবাসের পূর্বেই ঈশ্বরের অলৌকিক ক্ষমতায় গর্ভবতী হয়েছে। এ বিষয়ে বাইবেল স্পষ্ট ভাষায় এই কথা বলে যে, ***''মরিয়ম যে পর্যন্ত পুত্র প্রসব না করল, সেই পর্যন্ত যোষেফ তার পরিচয় লইল না''*** (মথি ১:২৫)। অবশ্য, যীশুর জন্মের পর

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

যোষেফ ও মরিয়ম স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন যাপন করেছিল, এবং তারা অনেক পুত্র ও কন্যাকে জন্ম দিয়েছিল (মার্ক ৬:৩)।

এখন রোমীয় সম্রাট আগাষ্টাস্ সীজারের আদেশ অনুসারে, জনগণনার যে আদেশকে কুরীণিয় বলবৎ করেছে, যোষেফ ও মরিয়ম তা পলন করতে বাধ্য ছিল। আর আমাদের দেশে রেশন কার্ড বা ভোটার কার্ড তৈরী করার মতো, এখন তাদের পিতৃপুরুষদের বসবাসের স্থানে গিয়ে নাম তুলতে হবে। এখন, মরিয়মের স্বামী যোষেফ সেই দায়ূদের কুল ও গোষ্ঠীজাত, যে দায়ূদ বৈৎলেহেমে বড় হয়েছে, মেষ চড়িয়েছে, এবং তার পরিবার সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছে। তাই, যোষেফ ও মরিয়মও বাধ্য হয়েছে, জনগণনার আদেশ পালন করতে নাসরত থেকে বৈৎলেহের উদ্দেশে যাত্রা করতে, যার দূরত্ব প্রায় ১০০ মাইল। কিন্তু তাদের পক্ষে এই কাজ সহজসাধ্য ছিল না, কারণ ৫ পদের শেষে বলা হয়েছে, মরিয়ম গর্ভবতী ছিল। আমাদের মধ্যে যে সমস্ত মায়েরা আছেন, তারা ভালো করে জানেন, যখন প্রসবকাল এগিয়ে আসে, তখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া কত কঠিন। কিন্তু আমরা এখানে মরিয়মকে দেখতে পাচ্ছি, যাঁর গর্ভে ঈশ্বরের পুত্র জন্মগ্রহণ করতে চলেছেন, তাকে ১০০ মাইল পথ পায়ে হেঁটে বা গাধার পিঠে চড়ে যেতে হচ্ছে। কিন্তু প্রতিজ্ঞা তথা ভাববাণী পূর্ণ হতে হবে; ঈশ্বরের পুত্র, মশীহকে বৈৎলেহেমেই জন্ম গ্রহণ করতে হবে। আর তাই ঈশ্বর তাঁর আপন সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণে যোষেফ ও মরিয়মকে ১০০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়ে নাসরৎ থেকে বৈৎলেহেমে নিয়ে যাচ্ছেন।

পথে যথেষ্ট চরাই-উৎরাই ছিল, তথাপি তা সত্ত্বেও নাসরৎ থেকে বৈৎলেহেমের পথে মরিয়ম যীশুকে জন্ম দেয়নি। কিন্তু তারা যখন বৈৎলেহেমে উপস্থিত হল, তখন মরিয়মের প্রসবকাল সম্পন্ন হল, মরিয়ম যীশুকে জন্ম দিল। বৈৎলেহেমের ন্যায় ছোট্ট শহরে, সবাই এসেছে জনগণনার আদেশ পালন করতে, তাদের থাকার জন্য কোনও ঘর খালি পাওয়া গেল না। বাধ্য হয়ে যোষেফ ও মরিয়ম পশুশালায় আশ্রয় নিয়েছে, সদ্যজাত ঈশ্বরপুত্র যীশুকে তারা কাপড়ে জড়িয়ে যাবপাত্রে শুইয়ে রেখেছে (৭ পদ)। সৃষ্টির মালিক পৃথিবীর মাটিতে জন্ম নিলেন, কিন্তু তাঁর জন্য কোনও রাজপ্রাসাদের নরম বিছানা নয়, যাবপাত্রের খড়কুটা হয়েছে তাঁর মাথা রাখার স্থান। ঈশ্বর নিজেকে কতখানি নত-নম্র করেছেন!

লূক আমাদের সঙ্গে ৪টি চরিত্রের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে: আগাষ্টাস্ সীজার, কুরীণিয়, যোষেফ ও মরিয়ম। কিন্তু তাদের সকলের পেছনে ঈশ্বর তাঁর কাজ করে চলেছেন, যার দ্বারা তাঁর সার্বভৌমত্ব ও সদয় তত্ত্বাবধান প্রকাশ পেয়েছে। তিনি সমস্ত জাতি, রাজা ও রাজত্বের উপর কর্তৃত্ব করেন, তিনি সবার উপরে, তিনিই সবার প্রভু। সীজার যদিও চায় আরও অর্থ ও আরও সৈন্য; কিন্তু ঈশ্বর চান তাঁর ভাববাণীর পূর্ণতা। যদিও সীজার তার লোভ ও গর্ব থেকে সেই জনগণনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, কিন্তু সার্বভৌম ঈশ্বর তাঁর ভাববাণীকে পূর্ণ করতে সেই সিদ্ধান্তকে ব্যবহার করলেন। এর অর্থ, সমস্ত ব্যক্তি ও ঘটনার উপর ঈশ্বর যে কেবল সার্বভৌম, তা নয়, কিন্তু ***"যারা তাঁর সঙ্কল্প অনুসারে আহূত, তাদের পক্ষে তিনি সকলই মঙ্গলার্থে সাধন করে থাকেন"*** (রোমীয় ৮:২৮)। এর অর্থ, ঈশ্বর পাঁকেও পদ্মফুল ফোটাতে সক্ষম; আপেক্ষিকভাবে উপরে উপরে যা মন্দ, তাকেও তিনি তাঁর উত্তম উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে সক্ষম। তাই, অন্য এক যোষেফ তার ভাইদের এমন কথা বলেছিল, ***"তোমরা আমার বিরুদ্ধে অনিষ্ট কল্পনা করেছিলে বটে, কিন্তু ঈশ্বর তা মঙ্গলের কল্পনা করলেন; আজ যেমন দেখছ, এইরূপে অনেক লোকের প্রাণ রক্ষা করাই তাঁর অভিপ্রায় ছিল"*** (আদি ৫০:২০)। আমাদের ঈশ্বর মন্দ বিষয়কে নিয়েও উত্তম সাধন করতে সক্ষম, কারণ তিনি মঙ্গলময়।

হ্যাঁ, এইভাবেই ঈশ্বর সমস্ত ঘটনার পিছনে কাজ করেছেন, এইভাবেই তিনি বৈৎলেহেমে কুমারীর গর্ভে ইম্মানূয়েলকে জন্ম দিয়েছেন। লূক ২ অধ্যায়ের ঘটনাকে স্মরণ করে গালাতীয় ৪:৪-৫ পদে পৌল লিখেছে, ***"কিন্তু কাল সম্পূর্ণ হলে ঈশ্বর নিজের কাছ থেকে নিজের পুত্রকে প্রেরণ করলেন; তিনি স্ত্রীজাত, ব্যবস্থার অধীনে জাত হলেন, যেন তিনি মূল্য দিয়ে ব্যবস্থার অধীন লোকদের মুক্ত করেন, যেন আমরা দত্তকপুত্রত্ব প্রাপ্ত হই।"***

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

যীশুর জন্মের ঈশতাত্ত্বিক অর্থ

উপরে আমরা যীশুর জন্মের যে ঐতিহাসিক বর্ণনা দেখলাম, তার ঈশতাত্ত্বিক অর্থ কী? এ সমস্তের অর্থ কী? ঈশ্বর এর দ্বারা কী করেছেন? যীশু কেন এইভাবে এসেছিলেন? এই সমস্ত প্রশ্নে উত্তর একটি শব্দের মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব। শব্দটি হল *'দেহায়িত হওয়া' (incarnation)*। শব্দটি ল্যাতিন ভাষা থেকে এসেছে, যার সহজ অর্থ *"মাংসে" (in flesh)*। আমরা জানি, ঈশ্বর আত্মা *(spirit)*, যার অর্থ তিনি নিরাকার। কিন্তু তিনি মাংসে মূর্তিমান হয়েছেন, যীশু খ্রীস্টেতে মানুষ হয়ে *(human being)* পৃথিবীতে এসেছেন। বিষয়টি যোহন ১:১ পদ ও ১:১৪ পদে স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে। যোহন ১:১ পদে বলা হয়েছে, *"আদিতে বাক্য ছিলেন, বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন, বাক্য ঈশ্বর ছিলন।"* এখানে এই "বাক্য" যাঁকে "ঈশ্বর" হয়েছে, তিনি হলেন আমাদের ত্রিত্ব ঈশ্বরের দ্বিতীয় ব্যক্তি। তিনি আদিতে পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন, তিনি নিজে ঈশ্বর ছিলেন। এরপর যোহন ১:১৪ পদে বলা হয়েছে, *"আর সেই বাক্য মাংসে মূর্তিমান (দেহায়িত) হলেন, আমাদের মধ্যে প্রবাস করলেন।"* ত্রিত্ব ঈশ্বরের দ্বিতীয় ব্যক্তি, যিনি নিজে ঈশ্বর, যিনি সৃষ্টির সময় পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন, যিনি নিজে সমস্তই সৃষ্টি করেছেন, তিনিই মানুষ হয়ে, মানুষ যীশু খ্রীস্ট হয়ে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। সৃষ্টিকর্তা নিজে সৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করেছেন। ঈশ্বর, যিনি আত্মা, তিনি মানুষের দেহের অধিকারী হয়েছেন, মানুষ হয়েছেন, মানুষের ইতিহাসে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তাই, তিনি ইম্মানূয়েল, আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর। এই কথা শুনলে, যে সমস্ত প্রশ্ন আমাদের মনে উঁকি মারে, তা হল:

(১) একজন ব্যক্তি কি ঈশ্বর হয়েছিলেন? অর্থাৎ, যীশু আসলে একজন মানুষ ছিলেন, কিন্তু কোনওভাবে কি তিনি ঈশ্বরে হয়ে উঠেছিলেন? এর পরিষ্কার উত্তর, না। একজন মানুষের ঈশ্বর হওয়া এবং ঈশ্বরের মানুষ হওয়ার মধ্যে বিরাট পার্থক্য। আমরা জানি, এদেন উদ্যানে শয়তান আমাদের প্রথম পিতা-মাতাকে যে মিথ্যা বলেছিল, তা হল, *"তোমরা ঈশ্বরের সদৃশ হয়ে সদসদ্-জ্ঞান প্রাপ্ত হবে"* (আদি ৩:৫)। সেইদিন থেকেই সেই একই মিথ্যা বিভিন্নভাবে আমাদের বলা হয়ে থাকে। মর্মনবাদ *(Mormonism)* বলে আমরা ঈশ্বর হতে পারি, প্রাচ্যের বিভিন্ন ধর্মও কর্মের *(karma)* ফল হিসাবে, অথবা নতুন আধ্যাত্মিকতা *(new spirituality)*, বা প্রার্থনা বা যোগব্যায়াম *(yoga)* বা ধ্যানের *(meditation)* দ্বারা ঈশ্বরের ন্যায় হবার কথা বলে থাকে।

কিন্তু বাইবেল আমাদের এমন শিক্ষা দেয় না। ঈশ্বরের সঙ্গে আমরা কীভাবে সম্পর্কীত হতে পারি, এই প্রশ্নের সমস্ত উত্তরকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম উত্তরটি হল, অন্য সমস্ত পথ; আর দ্বিতীয় উত্তরটি হল, বাইবেলের পথ। অন্য সকলের পথ হল: পাপের দ্বারা ঈশ্বর ও আমাদের মধ্যে যে দূরত্ব বেড়ে যায়, তাকে নৈতিক জীবন যাপনের দ্বারা, পুনঃজন্মের দ্বারা, সৎকাজের দ্বারা, কর্মের ঋণ পরিশোধের দ্বারা, ইত্যাদি কমানো সম্ভব। এ হল গর্বের কথা, নিজের শক্তিতে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর কথা। কিন্তু বাইবেল বলে, আমরা নিজেদের শক্তিতে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাতে পারি না, তাই ঈশ্বর নিজে আমাদের কাছে নিচে নেমে এসেছেন। আমাদের কাজ নয়, এ হল তাঁর কাজ। এ আমাদের পুরস্কার লাভ নয়, এ হল আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ। তাই, দেহায়িত হবার মতবাদ, এমন মতবাদ নয় যে, আমরা কীভাবে ঈশ্বর হতে পারি, তা দেখাতে, একজন মানুষ ঈশ্বর হয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর যেহেতু আমাদের ভালোবাসেন, সেইহেতু আমাদের সহবর্তী হতে তিনি মানুষ হয়েছিলেন।

(২) যীশুর জন্মের সময় থেকে কি তাঁর অস্তিত্বের শুরু? অর্থাৎ, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার পূর্বে কি যীশুর কোনও অস্তিত্ব ছিল না? যিহোবার সাক্ষীরা এমন শিক্ষা দিয়ে থাকে যে, যীশু অনন্তকালীন ঈশ্বর নন, পৃথিবীর মাটিতে জন্ম মুহূর্ত থেকে তাঁর অস্তিত্বের শুরু। কিন্তু আমরা মীখা ৫:২ পদে ইতিমধ্যে দেখেছি, *"অনাদিকাল থেকে তাঁর উৎপত্তি।"* যোহন ১:১ পদে যখন বলা হয়েছে, *"আদিতে বাক্য ছিলেন,"* তখন সেই কথার দ্বারা আদি ১:১ পদ প্রতিধ্বনিত হয়েছে, *"আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ড ও পৃথিবীর সৃষ্টি করলেন।"* অর্থাৎ, সৃষ্টির পূর্বে যীশু পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন। আর

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

তাই, মরিয়মের গর্ভে জন্মের দ্বারা যীশুর অস্তিত্বের শুরু হয়নি। অনাদিকাল ধরে যিনি ছিলেন, আছেন ও থাকবেন, তিনি কাল সম্পন্ন হলে মানুষের ইতিহাসে মানুষ যীশু হয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন; তখন তাঁর সৃষ্টি হয়নি।

(৩) যীশুর জন্মের সঙ্গে পৌরাণিক কাহিনীর কী পার্থক্য? অনেকে যীশু খ্রীস্টের দেহায়িত হওয়ার মধ্যে পৌরাণিক কাহিনীর গন্ধ পেয়ে থাকেন। গ্রিক বা হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনীর অনুকরণে (অবতার) যীশুর জন্মকে বর্ণনা করে থাকেন। এ কথা কখনও সত্য নয়। তার কারণ হল, ঈশ্বর হয়েও মানুষ হয়ে কুমারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করার পূর্বভাষ ঈশ্বর আমাদের যে সময়ে দিয়েছেন, যখন কোনও পৌরাণিক কাহিনীর রচনা হয়নি। আদি ৩:১৫ পদে, কুমারীর গর্ভে যীশুর এই জন্মের কথা ঈশ্বর প্রথম প্রকাশ করেছেন। যখন আমাদের প্রথম পিতা-মাতা ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে পাপ করেছিল, তখন ঈশ্বর তাদের কাছে তাদের সেই পাপের পরিণাম বর্ণনা করতে গিয়ে প্রভু যীশুর আগমণের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। এই প্রতিজ্ঞা করতে গিয়ে ঈশ্বর কেবল সেই নারীর কথা বলেছেন, পিতার কোনও উল্লেখ করেননি, যদিও আদিপুস্তকের পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে যখনই কারুর বংশ পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তখন সর্বদা তাদের পিতার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা যীশুর জাগতিক পিতাকে অস্বীকার করা হয়েছে, এর মধ্যে যিশাইয় ৭:১৪ পদের কুমারীর গর্ভে তাঁর জন্মের পূর্বাভাষ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, গ্রিক বা হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী হল সত্যই পৌরাণিক কাহিনী, তা ইতিহাস নয়, সবাই তাদের গল্প-কাহিনী হিসাবেই চিন্তা করে। কিন্তু যীশুর জন্ম কোনও পৌরাণিক কাহিনী নয়, ইতিহাসের সত্য বাস্তব ঘটনা। তিনি সত্যই কুমারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই, যীশুতে ঈশ্বরের দেহায়িত হওয়ার ঘটনা অন্য সমস্ত পৌরাণিক কাহিনী থেকে পৃথক এবং তাদের তাদের কাছ থেকে ধার করা কোনও বিষয়ও নয়।

(৪) **মানুষ হবার পর কি যীশু আর ঈশ্বর ছিলেন না?** অর্থাৎ, ঈশ্বর-পুত্র মানুষ যীশু খ্রীস্ট হবার পর কি আর ঈশ্বর ছিলেন না? না, তিনি ক্রমশ ঈশ্বর ছিলেন। কারণ তিনি তাঁর পার্থিব পরিচর্যাকালে বারংবার নিজেকে ঈশ্বর বলে পরিচয় দিয়েছেন। যীশুর শত্রুরা তাঁর বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ খাড়া করে তাঁকে ক্রুশে পেরেক মেরে হত্যা করেছিল, তাদের মধ্যে একটি অন্যতম অভিযোগ হল, ***"তুমি সামান্য মানুষ হয়েও নিজেকে ঈশ্বর করে তুলছ"*** (যোহন ১০:৩৩)। পাশাপাশি যীশু যে সমস্ত কাজ করেছেন, তা কেবল ঈশ্বরই করার ক্ষমতার অধিকারী। পাপক্ষমা করা হল এমন কাজ, যা কেবল ঈশ্বরই করার অধিকারী, তথাপি মার্ক ২:৫ পদে একজন পক্ষাঘাতীকে এমন কথা বলেছেন, ***"বৎস, তোমার পাপ সকল ক্ষমা হল।"*** মানুষ আমাদের সমস্ত পাপ শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, তাই কেবল তিনিই পারেন আমাদের পাপক্ষমা করতে। যীশু অনেক আশ্চর্য কাজও করেছেন, যা কেবল ঈশ্বরের পক্ষে করা সম্ভব। তাই, মানুষ হবার পর, যীশু কখনও তাঁর ঈশ্বর-প্রকৃতিকে ত্যাগ করেননি। আদি মণ্ডলীর নেতা আগস্টিন্ তাই এমন কথা বলেছিলেন, *"যীশু তাঁর ঈশ্বর-প্রকৃতিকে ত্যাগ করেননি, তিনি তাঁর ঈশ্বর-প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ-প্রকৃতিকে যোগ করেছেন।"*

(৫) **তাহলে, যীশু ঈশ্বর, না তিনি মানুষ?** এর উত্তর তিনি ঈশ-মানব, তিনি একাধারে ১০০ ভাগ ঈশ্বর ও ১০০ ভাগ মানুষ। স্বাধীন চিন্তার লোকেরা তাঁর মানুষ-প্রকৃতির উপর জোর দিয়ে থাকে, তাঁকে উত্তম শিক্ষক, উত্তম নেতা, দরিদ্র, বিধবা ও অনাথদের সাহায্যকারী বলে থাকে। যেমন গান্ধী, মাদার টেরেসা। তাদের চিন্তায় যীশু ঈশ্বর নন, তিনি পাপ করতেও পারেন, তাঁর পুনরুত্থান হল গল্প-কথা। অর্থাৎ, তারা যীশুর ঈশ্বর-প্রকৃতিকে অস্বীকার করে, যীশুকে একজন মহাপুরুষের স্তরে নিয়ে আসে। কিন্তু বাইবেল তা বলে না, যীশু নিজে বারংবার নিজেকে ঈশ্বর বলেছেন।

অন্যদিকে, আবার এমন অনেক মৌলবাদী আছেন, যারা যীশুর ঈশ্বর-প্রকৃতির উপর এত বেশি জোর দেয় যে, তাঁর মানুষ-প্রকৃতিকে প্রায় অস্বীকার করে বসে। তারা যীশুর পরীক্ষাকে অস্বীকার করে,

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

ক্রুশের উপর তাঁর দুঃখভোগকে অস্বীকার করে, লাসারের জন্য তাঁর কান্নাকে অস্বীকার করে, ইত্যাদি।

না, যীশু একাধারে পূর্ণ ঈশ্বর, ও পূর্ণ মানুষ। তিনি ঈশ্বর হয়েও প্রলোভিত হয়েছেন, দুঃখার্ত হয়েছেন, দুঃখভোগ করেছেন। তিনি ১০০ ভাগ ঈশ্বর ও ১০০ ভাগ মানুষ।

(৬) ঈশ্বর কি মরিয়মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছিলেন? মর্মনরা এমন ইঙ্গিত দিয়ে থাকে। গাব্রিয়েল দূত মরিয়মকে বলেছে, ***"পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসবেন, পরাৎপরের শক্তি তোমার উপরে ছায়া করবেন।"*** তারা এই কথার আক্ষরিক অনুবাদ করে, এমন ভ্রান্ত চিন্তায় উপনীত হয়েছে। বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে ঈশ্বরের প্রতি নরাত্মারোপ *(anthropomorphism)* প্রক্রিয়াকে প্রয়োগ করা হয়েছে। যার অর্থ, আমাদের বোধগম্য ভাষায় ঈশ্বরের কঠিন কঠিন বিষয়কে বর্ণনা করা হয়েছে। এই কারণেই ঈশ্বরের হাত, পা, চোখ, সিংহাসন, ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। "ঈশ্বর আত্মা," তিনি মানুষ নন, মরিয়মের প্রতি তাঁর এমন কাজ চিন্তা পর্যন্ত করা যায় না।

গ। যীশুর জন্মের প্রভাব

এখন, আমার আপনার জীবনে এর অর্থ কী? আমাদের জীবনে এর প্রভাব কী?

(১) যীশু আমাদের মতো: প্রথমত, যীশু আমাদের ন্যায়। আর তা যখন আমরা উপলব্ধি করি, তখন তা আমাদের জীবনকে পরিবর্তিত করে। ইব্রীয় ৪:১৫-১৬ পদে বলা হয়েছে, ***"আমরা এমন মহাযাজককে পাইনি, যিনি আমাদের দূর্বলতাঘটিত দুঃখে দুঃখিত হতে পারেন না, কিন্তু তিনি সর্ববিষয়ে আমাদের ন্যায় পরীক্ষিত হয়েছেন, বিনা পাপে। অতএব এস, আমরা সাহসপূর্বক অনুগ্রহ সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হই, যেন দয়া লাভ করি, এবং সময়ের উপযোগী উপকারার্থে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হই।"***

ইংল্যাণ্ডের ঈশতাত্ত্বিক জন স্টট এমন কথা বলেছেন, "পৃথিবী যখন এত দুঃখ ও ব্যথায় ভরা, তখন আমি কখনও এমন ঈশ্বরের আরাধনা করতে পারি না, যাঁর এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তা বা আগ্রহ নেই।" অন্যান্য ধর্মে তাদের উপাস্য দেবতাকে অতি দূরবর্তী *(transcendent)* বিষয় হিসাবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। তাদের সেই ঈশ্বর, হয়ত মানুষের দুঃখ ঘোচাতে তাঁর কোনও সাঙ্গপাঙ্গকে পাঠাতে পারেন, কিন্তু তিনি নিজে কখনও আসতে পারেন না।

কিন্তু যীশু খ্রীস্টের দেহায়িত হবার ঘটনা আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, তিনি আমাদের উপলব্ধি করেন, তিনি আমাদের দুঃখ জানেন। কারণ তিনি আমাদের সেই মহাযাজক, যিনি সর্ববিষয়ে আমাদের ন্যায় পরীক্ষিত হয়েছেন। মহাযাজকের কাজ ছিল ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হয়ে, ঈশ্বরের কাছে মানুষের পাপ, এবং মানুষের কাছে ঈশ্বরের ভালোবাসা পৌঁছে দিত। তাই, আমরা যখন কষ্ট পাই, তখন আসুন, আমরা তাঁকে সেই কষ্টের কথা বলি। কারণ তিনি তা উপলব্ধি করতে পারেন।

(২) যীশু আমাদের থেকে পৃথক: এখন যীশু যদি কেবল আমাদের মতো হতেন, তাহলে তিনি কি আমাদের কোনও সাহায্য করতে পারতেন? কারণ আমরা যে পরিস্থিতির মধ্যে আছি, তিনিও যদি সেই পরিস্থিতির মধ্যে থাকতেন, তাহলে তিনি আমাদের থেকে কোনও বিষয়ে উন্নত না হওয়ায়, তিনি আমাদের কোনও কাজে লাগতেন না। তাহলে, তিনিও কোনও পরিবর্তন আনতে পারতেন না। কিন্তু যীশু আমাদের মতো হয়েও তিনি আমাদের থেকে পৃথক। ইব্রীয় ৭:২৬-২৭ পদে বলা হয়েছে, ***আমাদের জন্য এমন এক মহাযাজক উপযুক্ত ছিলেন, যিনি সাধু, অহিংসক, বিমল, পাপীদের থেকে পৃথকীকৃত, এবং সর্গসকল থেকে উচ্চীকৃত। ঐ মহাযাজকদের ন্যায় প্রতিদিন অগ্রে নিজ পাপের, পরে প্রজাদের পাপের জন্য নৈবেদ্য উৎসর্গ করা ইঁহার পক্ষে আবশ্যক নয়, কারণ নিজেকে উৎসর্গ করাতে ইনি সেই কাজ একবারে সাধন করেছেন।"***

এখানে আমরা দেখতে পাই, যীশু কীভাবে আমাদের থেকে পৃথক। তিনি কখনও পাপ করেননি। তিনি কি পরীক্ষিত হয়েচিলেন? হ্যাঁ, সে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

কথাই এখানে বলা হয়েছে। কিন্তু তিনি কি পাপ করেছিলেন? না, তিনি বিনা পাপে সর্ববিষয়ে পরীক্ষিত হয়েছেন। এখানেই তিনি আমাদের থেকে পৃথক। সমস্ত পরীক্ষায় তিনি তাঁর পবিত্রতা বজায় রেখেছেন। তিনি সর্বদা তাঁর পিতার ইচ্ছা পালন করেছেন। তাই, আমরাও যখন বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হই, তখন আমরা যেন তাঁর কাছে ছুটে যাই। তখন তিনি আমাদের এমন কথা বলেন, *"আমি জানি এই পরীক্ষায় কাভাবে উত্তীর্ণ হতে হয়; কারণ আমি নিজে উত্তীর্ণ হয়েছি।"* এমনকী আমরা যখন পাপ করেও বসি, আমরা তাঁর কাছে ছুটে যাই, সেই পাপ স্বীকার করি, তখন তিনি আমাদের এমন কথা বলেন, *"আমি সেই পাপের জন্য তোমার পরিবর্তে মরেছি, আমি তোমার সেই পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করেছি, আমি তোমাকে ক্ষমা করি, তুমি সেই পাপকে ত্যাগ কর, আমার হাত ধর।"* তিনি আমাদের পরিবর্তিত করেন। যে জীবন আমাদের যাপন করা উচিৎ ছিল, কিন্তু আমরা যাপন করিনি, তা তিনি আমাদের পরিবর্তে যাপন করেছেন; তিনি সেই মৃত্যু আমাদের পরিবর্তে ভোগ করেছেন, যে মৃত্যু আমাদের ভোগ করা উচিৎ ছিল, কিন্তু আমাদের তা আর ভোগ করতে হবে না, যদি আমরা তাঁতে বিশ্বাস করে থাকি।

(৩) আমাদের তাঁর মতো করতে যীশু এসেছিলেন: বিশ্বাসে আমরা যখন নিজেদের যীশুর সঙ্গে যুক্ত করি, তখন আমরা সেই বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা উপভোগ করি যে, আমাদের তাঁর মতো করতে যীশু এসেছিলেন। যীশু আমাদের মতো ১০০ ভাগ মানুষ ছিলেন। যীশু কিন্তু আমাদের থেকে পৃথক, তিনি তাঁর পার্থিব জীবনে এবং এখন পর্যন্ত কোনও পাপ করেননি। তিনি এসেছিলেন, আমাদের পাপ নিতে, তাঁর ধার্মিকতা আমাদের দিতে; আমাদের শাস্তি তিনি নিতে এসেচিলেন, তাঁর পরিত্রাণ আমাদের দিতে এসেছিলেন; পিতা ঈশ্বর থেকে আমাদের বিচ্ছেদকে নিতে ও পরিবর্তে আমাদের পিতার সঙ্গে সম্মিলিত করতে।

১তীমথিয় ২:৫ পদে বলা হয়েছে, ***"কারণ এক ঈশ্বর আছেন; ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে এক মধ্যস্থও আছেন, তিনি মানুষ খ্রীস্ট যীশু।"*** ঈশ্বর একাধিক নন, ঈশ্বর এক ও একমাত্র। ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর একাধিক পথও নেই, ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাবার একমাত্র পথ হলেন মানুষ খ্রীস্ট যীশু। যে পাপ মানুষদের ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল, সেই পাপের সমস্যার সমাধান করতে, মানুষদের ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত করতে ঈশ্বর নিজে মানুষ হয়েছিলেন। এই পদে পৌল যে কাজটি করেছেন, তা হল, যীশুর সেই কথারই প্রতিধ্বনি মাত্র, ***"আমিই পথ, সত্য ও জীবন, আমার মধ্য দিয়ে না আসলে কেউ পিতার কাছে আসে না"*** (যোহন ১৪:৬)। আমাদের নৈতিক জীবন নয়, অধ্যাত্মিকতা নয়, সৎ কাজও নয়, পুনর্জন্মও নয়, একমাত্র যীশু খ্রীস্ট। তিনিই একমাত্র মধ্যস্থ। আমরা ঈশ্বরের কাছে নিজেরা পৌঁছাতে পারি না। ঈশ্বর তাই নিজে আমাদের কাছে নেমে এসেছেন।

তিনি কি আপনার জীবনের প্রভু? তাঁর কাছে কি আপনি আপনার পাপ স্বীকার করেছেন, সেই পাপ থেকে উদ্ধার লাভে আপনার অক্ষমতা কি তাঁর কাছে স্বীকার করেছেন? তাঁকে কি আপনি আপনার পরিত্রাতা প্রভু বলে স্বীকার করেছেন? তিনি কি আপনার জীবনে আছেন? তাঁর ইচ্ছা জেনে, আপনি কি সেই ইচ্ছা পালনে চেষ্টা করে চলেছেন? এর উত্তর যদি হ্যাঁ হয়ে থাকে, তবেই আজ আমাদের যীশুর জন্মদিন পালন করা সার্থক।।।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com